



22302 - এমন কচ্ছু নারী যাদরে সাথে কোন কোন অবস্থায় ববাহ বন্ধন জায়যে; আর কোন কোন অবস্থায় জায়যে নয়

প্রশ্ন

ইসলামে কি এমন কচ্ছু অবস্থা আছে যযে, কচ্ছু অবস্থায় যযে নারীর সাথে ববাহ জায়যে; আবার কচ্ছু কচ্ছু অবস্থায় একই নারীর সাথে ববাহ জায়যে নয়?

প্রযি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

হ্যাঁ; এমন কচ্ছু অবস্থা রয়েছে। নীচে কচ্ছু উদাহরণ পশে করা হলো যাতযে বিষয়টি পরস্কার হয়:

১। ইদ্দত পালনরত নারীকে অন্য কোন পুরুষ বযিযে করা হারাম। যযেতযে আল্লাহ তাআলা বলনে: “এবং নরীদষ্টি কাল পূরণ না হওয়া পরযন্ত ববাহ বন্ধনরে সংকল্প করো না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৫] এ বধিনরে গূঢ় রহস্য হলো সযেই নারী গরভবতী হওয়া থকে নরীপদ না হওয়া। যার ফলে একজনরে পানরি সাথে অন্যজনরে পানরি মশ্রিণ ঘটবে এবং বংশ পরচিয়যে জটলিতা তরী হবযে।

২। ব্যভচারী নারীকে বযিযে করা; যদি তার ব্যভচাররে কথা জানতে পারে; যতক্ষণ পরযন্ত না সযেই নারী তাওয়া করে ও তার ইদ্দত শযে হয়। যযেতযে আল্লাহ তাআলা বলনে: “এবং ব্যভচারিণী নারী— তাকে ব্যভচারী অথবা মুশরকি ছাড়া কডে বযিযে করে না। আর মুমনিদরে জন্য তা হারাম করা হয়যেযে।”[সূরা নূর, আয়াত: ৩]

৩। যযে পুরুষ তার স্ত্রীকে তনি তালাক্ব দযিযে সযেই নারীর অন্যত্র সঠকিভাবে বযিযে হওয়া এবং ঐ স্বামী তার সাথে সহবাস করা ছাড়া তাকে বযিযে করা হারাম। যযেতযে আল্লাহ তাআলা বলনে: “তালাক্ব দুইবার... যদি তাকে তালাক্ব দযে” অর্থাৎ তৃতীয় বার। তাহলে এরপর স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য হালাল হবযে না, যতক্ষণ না সযে অন্য এক স্বামীকে বযিযে করে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩০]

৪। (হজ্জ-উমরার) ইহরামরত নারীকে বযিযে করা হারাম, যতক্ষণ না সযে নারী ইহরাম থকে হালাল হন।

৫। দুই বোনকে একত্রে বযিযে করা। যযেতযে আল্লাহ তাআলা বলনে: “এবং দুই বোনকে একত্রে করা” [সূরা নসিা, আয়াত:



২৩] অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার ফুফুক এবং কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বয়ে করা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা কোন নারী ও তার ফুফুর মাঝে (বয়েরে ক্ষত্রে) একত্রতি করবে না এবং কোন নারী ও তার খালার মধ্যে একত্রতি করবে না” [সহি বুখারী ও সহি মুসলিম] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বধানে হতে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “যদি তোমরা এটিকর তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করবে”। আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো এ কারণে ছিন্ন হবে যহেতে সতীনদরে মাঝে ঙ্গিষা থাকে। তাই যদি সতীনদরে একজন অন্যদরে রক্তরে সম্পর্করে আত্মীয়া হয়; তাদরে মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন ঘটবে। তবে যদি একজনকে তালাক্ব দিয়ে দেয়া হয় এবং তার ইদ্দত শেষে হয়ে যায় তখন তার বোন, ফুফু বা খালাকে বয়ে করা জায়যে; সেই অনষ্টিটটি অটুট না থাকার কারণে।

৬। চারজনরে অধিক নারীকে একত্রে বয়ে করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তাহলে (সাধারণ) নারীদের মধ্যে তোমাদের পছন্দ হয় এমন দুইজন, তনিজন কথিবা চারজনকে বয়ে কর।” [সূরা নসিা, আয়াত: ৩] এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল এবং তাদরে চারজনরে অধিক স্ত্রী ছিলি তাদরেকে চারজন রেখে বাকীদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেয়ার নরিদশে দিয়েছিলি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।